ইউনিজয় কিবোর্ড

ব্যবহার নির্দেশিকা

---

https://oishikstudio.github.io/

Oishik Studio

ভারত সরকার বাংলাসহ ভারতের বারোটি ভাষার জন্য একটি আদর্শ কিবোর্ড তৈরি করে যা *ইন্সক্রিপ্ট* (InScript) কিবোর্ড নামে পরিচিত। এটি ভারতে বেশ জনপ্রিয়। এই লেআউটটি অফিশিয়ালভাবে মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে বাংলা ভাষার জন্য ডিফল্ট কিবোর্ড হিসেবে যুক্ত করা হয়। এছাড়া ম্যাক ওএস, কিছু লিনাক্স সিস্টেমেও *ইন্সক্রিপ্ট* কিবোর্ড সংযুক্ত থাকে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কম্পিউটার ব্যবহারকারী বাংলা লেখার জন্য *ইন্সক্রিপ্ট* কিবোর্ড ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়; *বিজয়* লেআউট বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত। কিন্তু উইন্ডোজে ডিফল্ট হিসেবে *বিজয়* লেআউট সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ফলে উইন্ডোজে বাংলা লেখার জন্য প্রত্যেকে কোনো না কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার (বিজয় বায়ান্নো, বিজয় একুশে, অভ্র, বর্ণ প্রভৃতি) ব্যবহার করে থাকে। *ইউনিজয়* কিবোর্ডটি উইন্ডোজে কেবল *বিজয়ের অনুরূপ* লেআউট যুক্ত করে দেয়। এটি বাংলা ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ডকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। ফলে এর মাধ্যমে কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের সহায়তা ছাড়াই উইন্ডোজে সরাসরি বাংলা লেখা যায়।

ইউনিজয় লেআউট মূলত একুশে প্রকল্প (Ekushey Project) কর্তৃক ১৯৯৯ সালে তৈরি করা হয় এবং ২০০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর এটি m17n প্রজেক্ট ডেটাবেসে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা GNU Lesser General Public License-এর অধীনে বিতরণ করা হয়।

মূল *বিজয়* লেআউটের সাথে *ইউনিজয়* লেআউটের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য আছে। *বিজয়* লেআউটের যথাক্রমে ও, ৌ এর পরিবর্তে *ইউনিজয়* লেআউটে যথাক্রমে ো, ৌ ব্যবহৃত হয়েছে; যা ইউনিকোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া AltGr এবং Shift AltGr লেয়ারের সাথেও *বিজয়* লেআউটের সাথে *ইউনিজয়* লেআউটে পার্থ্যক্য রয়েছে। কিছু যুক্তবর্ণ এবং বর্ণ (রেফ, ও-কার, ঔ-কার, আ, র‍্য ইত্যাদি) টাইপিং এর ক্ষেত্রে *ইউনিজয়* কিবোর্ডের সাথে *বিজয়* কিবোর্ডের পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। কেননা *ইউনিজয়* কিবোর্ড মূলত উইন্ডোজের ইনপুট পদ্ধতিতে নতুন লেআউট যোগ করে যা ইউনিকোডভিত্তিক।

কিবোর্ড লেআউট

ইউনিজয় কিবোর্ডে চারটি লেয়ার ব্যবহৃত হয়েছে:

Normal Layer: এই লেয়ারে shift বা caps lock ছাড়াই টাইপ করা যাবে। ইংরেজিতে এই লেয়ারে ছোট হাতের অক্ষর (a, b, c) লেখা হয়।

Shift Layer: এই লেয়ারে shift key চেপে টাইপ করতে হবে। এই লেয়ারে ইংরেজিতে বড়ো হাতের অক্ষর (A, B, C) লেখা হয়। এছাড়া ইংরেজির মতো কেবল বর্ণগুলোর জন্য caps lock এর মাধ্যমে shift layer এর বর্ণ টাইপ করা যাবে।

AltGr Layer: ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার জন্য (যেসব ভাষার বর্ণসংখ্যা ২৬ এর অধিক) এই লেয়ারের সাহায্যে কিছু বর্ণ লেখা হয়। Right Alt বা Ctrl + Alt চেপে এই লেয়ারের বর্ণগুলো লেখা যাবে।

Shift AltGr: এই লেয়ারের বর্ণগুলো টাইপ করার জন্য Shift চেপে Right Alt বা Shift + Alt + Ctrl চাপতে হবে।

Unijoy Keyboard Layout

দ্রষ্টব্য: ইউনিজয় কিবোর্ডে ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলা স্বরবর্ণগুলো AltGr লেয়ারে থাকলেও তা Normal লেয়ারে হসন্ত (্) বা g চেপে লেখা যাবে। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিজয় কিবোর্ডে টাইপিংয়ের জন্য সরাসরি উইন্ডোজের টাচ্ কিবোর্ড ব্যবহার করা যায়। সাধারণত বিভিন্ন থার্ড পার্টি বাংলা টাইপিং সফটওয়্যারে এ ধরনের সুবিধা থাকে না।

Windows Touch Keyboard

বাংলা লেখা শুরু করা

উইন্ডোজে কিবোর্ড পরিবর্তনের জন্য Windows Key + Space ব্যবহার করতে হবে। তবে Windows 7 বা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে Left Alt + Shift চেপেও কিবোর্ড পরিবর্তন করা যায়।

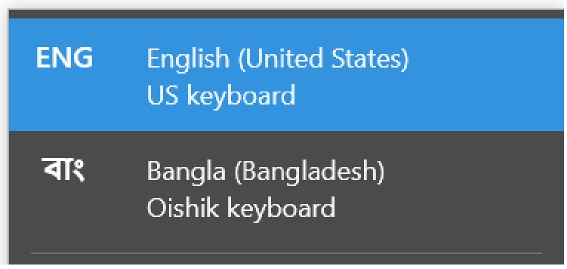

Toggle keyboard – WinKey + Space

আপনি ব্যবহারের সুবিধার জন্য Desktop Language Bar ব্যবহার করতে পারেন; ফলে আপনি বুঝতে পারবেন বর্তমানে কোন কিবোর্ড সচল আছে। এজন্য Control Panel এর Language Preference এ Advanced Setting এ তা চালু থাকতে হবে (Windows 7)।

স্বরবর্ণ

ইউনিজয় কিবোর্ডে বাংলা স্বরবর্ণগুলো AltGr লেয়ারে দেয়া আছে। তবে আপনি চাইলে তা হসন্ত বা g চেপেও লিখতে পারেন। যেমন:

হসন্ত (g) + ি (d) = ই   অথবা AltGr + ি (d) = ই

হসন্ত (g) + ু (S) = উ   অথবা AltGr + ু (S) = উ

আপনাকে অবশ্যই বাংলা কার-চিহ্নগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের পর লিখতে হবে। অর্থাৎ বাংলা শব্দগুলো যেভাবে উচ্চারণ করা হয় আপনি সেভাবেই টাইপ করবেন। যেমন:

ম + ে + ড + ি + ক + ে + ল = মেডিকেল

যুক্তবর্ণ

বাংলা গঠনরীতি অনুযায়ী যেভাবে যুক্তবর্ণ তৈরি হয় আপনাকে সেভাবেই যুক্তবর্ণ লিখতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝে হসন্ত (্) দিয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি করতে হবে। যেমন:

ক + ্ + ক = ক্ক

ক + ্ + ষ = ক্ষ

স + ্ + ট = স্ট

যুক্তবর্ণ তৈরি হতে না দেয়া

দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝে হসন্ত থাকবে কিন্তু তারা যুক্তবর্ণ তৈরি করবে না— এজন্য আপনাকে AltGr + g চাপতে হবে। যেমন:

ক + AltGr + g + ক = ক্‌ক

ক + AltGr + g + স = ক্‌স

এভাবে AltGr চেপে g চাপলে হসন্ত এর পর ZWNJ (Zero Width Non Joiner) নামের একটি বিশেষ ইউনিকোড ক্যারেক্টার যুক্ত হয় যা দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হতে দেয় না।

য-ফলা

আপনি কিবোর্ড থেকেই য-ফলা লিখতে পারবেন। যেমন:

ক + য-ফলা = ক্য

ম + য-ফলা = ম্য

এছাড়া আপনি ক, ম + ্ + য = ক্য, ম্য— এভাবেও য-ফলা টাইপ করতে পারেন।

রেফ

কিবোর্ড থেকে রেফ টাইপ করার জন্য আপনাকে রেফ আগে লিখে তারপর অন্য বর্ণটি লিখতে হবে। কেননা রেফ উচ্চারণের সময় আমরা তা অন্য বর্ণের আগে উচ্চারণ করি। যেমন:

রেফ + ক = র্ক

রেফ + ম = র্ম

এছাড়া আপনি র + হসন্ত (্) + ক, ম = র্ক, র্ম— এভাবেও রেফ টাইপ করতে পারেন।

র‍্য

AltGr + v চাপলে সরাসরি র‍্য টাইপ হবে।

এছাড়া, 'র‍্য' লিখতে হলে র এর পর AltGr + z (য-ফলা ্য) চাপতে হবে। যেমন:

> র + AltGr + z = র‍্য

কেননা রেফের নিয়ম অনুযায়ী র এর পরে অন্য বর্ণ হসন্ত দিয়ে যুক্ত করলে ঐ বর্ণের উপর রেফ হয়। কিন্তু য-ফলার নিয়ম অনুযায়ী অন্য বর্ণের পর হসন্ত দিয়ে য যুক্ত করলে তা ঐ বর্ণের সাথে য-ফলা হিসেবে যুক্ত হয়। অর্থাৎ এ অনুযায়ী—

> র + ্ + য = র্য অথবা র‍্য

এক্ষেত্রে কোনটি টাইপ হবে তা নির্ভর করে বাংলা ফন্টের উপর। বাংলা সকল ফন্টে এতে র্য টাইপ হবে। তবে র‍্য টাইপ করার জন্য র এর পর ZWJ (Zero Width Joiner) নামের একটি বিশেষ ইউনিকোড ক্যারেক্টার যুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ

> র + ZWJ + ্ + য = র‍্য

কিবোর্ড থেকে সরাসরি AltGr + z টাইপ করলে তা হসন্ত এর আগে একটি ZWJ যুক্ত করে দেয়।

চন্দ্রবিন্দু

ইউনিকোড নিয়মে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) টাইপ করার জন্য কার/মাত্রা (ি, ী, ু, ূ, ৈ, ৌ, ে, ো) (যদি থাকে) এর পরে লিখতে হবে। যেমন:

> চ + া + ঁ + দ = চাঁদ
>
> ব + া + ঁ + কা = বাঁকা
>
> ই + ঁ + দুর = ইঁদুর

Please, feel free to give your feedback.
Md. Rifat Hasan Jihan
https://rhjihan.github.io